সৈকতে দেখা মিলবে গোলাপি বালুর দ্বীপ

ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশ বাহামার ছোট্ট এক দ্বীপ হারবার আইল্যান্ড। সেখানে গেলে প্রথমেই আপনার চোখ আটকে যাবে এর অদ্ভুত সুন্দর সৈকতে। মুগ্ধ হওয়ার পাশাপাশি ভাববেন, সৈকতের বালু এমন গোলাপি রঙ পেল কীভাবে?

হারবার আইল্যান্ডের অবস্থান পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে। দৈর্ঘ্যে এটি সাড়ে তিন মাইলের মতো। চওড়ায় অবশ্য একেবারেই কম। এমনকি ভাটার সময়ও টেনেটুনে আধা মাইল মতো হবে। জনসংখ্যা বড়জোর হাজার দুয়েক। তবে দৃষ্টিনন্দন সব কটেজ, হোটেল আর চমৎকার স্বাদের খাবার পরিবেশন করা রেস্তোরাঁগুলোর জন্য আলাদা নাম আছে দ্বীপটির। তবে পর্যটকেরা এখানে ছুটে যান মূলত আশ্চর্য সুন্দর গোলাপি বালুর সৈকতের আকর্ষণে।

এই গোলাপি বালু পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর কিন্তু অদ্ভুত সৈকতগুলোর একটিতে পরিণত করেছে একে। প্রায় গোটা দ্বীপের দৈর্ঘ্যজুড়েই পাবেন এই গোলাপি সৈকত। অবশ্য এ সৈকত চওড়ায় ৫০ থেকে ১০০ ফুট।

সৈকতটি সানবাথ বা সূর্যস্নানের জন্যও দারুণ উপযোগী। পাশাপাশি এখানকার সাগরের উষ্ণ, স্বচ্ছ জলে সাঁতার কাটার মজাই আলাদা।

বেশিরভাগ মানুষ গলফ কার্টে চেপে ঘুরে বেড়ান দ্বীপময়। দুই, চার ও ছয় আসনের এমন গলফ কার্ট পাবেন এখানে। এখানকার বিভিন্ন ট্যুর কোম্পানি ভাড়া দেয় এ ধরনের গাড়ি। সৈকতের কাছেই পাবেন পামগাছসহ নানা ধরনের গাছপালা। কাজেই গরম লাগলে অনায়াসে এগুলোর নিচে আশ্রয় নেওয়া যায়।

কিন্তু আপনার মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জাগছে এখানকার বালুর রঙ এমন আশ্চর্য গোলাপি হওয়ার কারণ কী? শুনে অবাক হবেন, সৈকতের গোলাপি রঙের জন্য দায়ী ফোরামিনিফেরা নামের একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। এটির শরীরে গর্তে ভরপুর একটি উজ্জ্বল গোলাপি কিংবা লাল খোল থাকে। এদিককার সাগরে এরা প্রচুর পরিমাণে থাকে। সাগরের কিনার ঘেঁষে উঠে যাওয়া পাহাড়ের নিচের অংশে, সাগরের মেঝেতে, পাথর ও গুহার মধ্যে এদের দেখা যায়।

এখন এই প্রবাল কীটগুলো মারা যাওয়ার পরে সাগরের ঢেউ এদের শরীরকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তীরে এনে ফেলে। তখন এটি বালু, সৈকতে থাকা আরও নানা উপাদান ও প্রবালের সঙ্গে মিশে সৈকতের বালুকে গোলাপি করে তোলে। এর সঙ্গে আরও যোগ হয় প্রবাল প্রাচীর থেকে আসা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। সব মিলিয়ে তাই এমন আশ্চর্য রঙের সৈকতের দেখা মেলে পৃথিবীতে কমই। পানির কিনারে এবং ভেজা বালুতে এই গোলাপি রঙ বেশি চোখে পড়বে আপনার। পৃথিবীর অন্য সব সৈকতের মতো এই গোলাপি সৈকতেও খালি পায়ে অনায়াসে হেঁটে যেতে পারবেন আপনি।

দ্বীপ হিসেবে একেবারে ছোট হলেও হারবার দ্বীপে গোলাপি সৈকত ছাড়াও দেখার মতো আরও জিনিস আছে। বিশেষ করে এখানকার ঐতিহাসিক দালানগুলো না দেখলেই নয়। এর মধ্যে ডানমোর টাউন পাবলিক লাইব্রেরি ও সেন্ট জন'স অ্যাংলিকেন চার্চ অন্যতম। এখনকার সাগরে দেখা পাবেন বর্ণিল সব মাছ, কচ্ছপ এমনকি জাহাজের ধ্বংসাবশেষও। ডুবুরিদেরও তাই বেশ পছন্দের জায়গা এখানকার সাগর।

হারবার দ্বীপের সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর হলো নর্থ ইলিওথেরা এয়ারপোর্ট। সেখান থেকে গাড়িতে চেপে নিকটতম ঘাটে চলে যান পর্যটকেরা। তারপর ফেরি বা ওয়াটার ট্যাক্সিতে করে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারেন গোলাপি সৈকতের দ্বীপে। বাহামার রাজধানী নাসাউ থেকেও ওয়াটার ট্যাক্সি বা ফেরিতে চেপে দ্বীপটিতে পৌঁছানো যায়। ফেরিতে নাসাউ থেকে মোটামুটি ঘণ্টা আড়াই সময় লাগে হারবার দ্বীপে পৌঁছাতে।

সাহারা মরুভূমির বালু দিয়ে তৈরি যে সৈকত

প্লায়া দে লাস টেরেসিতাস স্পেনের ক্যানরি দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাগর সৈকতগুলোর একটি। এখানকার সোনালি বালু ও চারপাশের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দেয় পর্যটকদের। তবে শুনে অবাক হবেন, সৈকতটি প্রাকৃতিক নয়, বরং সাহারা মরুভূমি থেকে বালু এনে তৈরি করা হয়েছে এটি।

ক্যানরি দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় ও জনবহুল দ্বীপ টেনেরিফ। চমৎকার কিছু সৈকত নিয়ে গড়ে উঠেছে আগ্নেয় দ্বীপটি। তবে সৈকতগুলো বেশির ভাগের বালু কালো। কিন্তু প্লায়া দে লাস টেরেসিতাসের বালুর রঙ আশ্চর্যজনকভাবে সোনালি। আর এ কারণেই এই সৈকতটির প্রতি পর্যটকদের আলাদা একটি আকর্ষণ আছে। আর এই সৈকতের চমৎকার সোনালি রঙ পাওয়ার একটি লম্বা গল্প আছে।

প্লায়া দে লাস টেরেসিতাসও একসময় ছিল নুড়ি পাথর ও আগ্নেয় কালো বালুর একটি সৈকত। আটলান্টিক মহাসাগরের ঢেউ প্রবল বেগে এসে আঘাত হানতো সৈকতের পাথরে। সে হিসেবে এটি কিছুটা বিপজ্জনকই ছিল। কিন্তু তারপরও সৈকতটির প্রতি মানুষের একটা বাড়তি আগ্রহ ছিল। কারণ ১৯৫০-র দশকে সান্তা ক্রুজ দে টেনেরিফ বন্দরের কাজ শুরু হয়। এ সময় এই এলাকার সৈকতগুলো হারিয়ে যেতে শুরু করে। কারণ বন্দরের নির্মাণকাজে এসব সৈকতের বালু ব্যবহার করা হচ্ছিল।

তবে প্লায়া দে লাস টেরেসিতাসও সৈকতটিই বেশ ভালোভাবেই টিকে ছিল। সৈকতের আশপাশের এলাকা কলাবাগান, অ্যাভোকোডো ও শাকসবজির জন্য বিখ্যাত ছিল। সবকিছু বিবেচনা করে স্থানীয় বাসিন্দা এবং কর্তৃপক্ষ এই সান আন্দ্রেস এলাকায় একটি কৃত্রিম সৈকত তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর জন্য কাছের খামারগুলো তুলে দেওয়া হয়। অবশ্য নতুন সৈকত তৈরি না করে বলা চলে প্লায়া দে লাস টেরেসিতাস সৈকতকেই এ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়।

সৈকত তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বালু আনার সিদ্ধান্ত হয় সাহারা মরুভূমি থেকে। সোনালি বালুর দাম কালো বালুর তুলনায় কম, আবার এর রঙ মানুষকে আকৃষ্ট করবে ভেবে এ চিন্তা করা হয়। আর এভাবেই প্লায়া দে লাস টেরেসিতাস বর্তমান চেহারা পায়।

সৈকত পরিদর্শন করার সময়, আপনি উপকূল থেকে কয়েক মিটার দূরে নির্মিত একটি বাঁধের মতো লক্ষ্য করবেন। জলের তলে শুরু হওয়া বাঁধটি সোনালি বালুকে সাগরে শুষে নেওয়া থেকে রক্ষা করে।

১৯৫৩ সালে কৃত্রিম সৈকত তৈরির পরিকল্পনাটি করা হয়। আট বছর লেগে যায় নকশা চূড়ান্ত করতে। চার বছর লাগে প্রস্তাবটি পাস হতে। প্রথম সৈকতটিতে রক্ষার জন্য ব্রেকওয়াটার বা বাঁধটি বানানো হয়। সাহারা মরুভূমি থেকে আনা হয় ২ লাখ ৭০ হাজার টন বালু। আর এভাবেই তৈরি হয় ১.৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ও ৮০ মিটার চওড়া কৃত্রিম সৈকতটি। ১৯৭৩ সালে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার পর এটি হয় ওঠে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের পছন্দের ভ্রমণ গন্তব্য।

দ্বীপের দুই পাশের দৃশ্যে পার্থক্য আছে বিস্তর। দক্ষিণ প্রান্তে দৈত্যকার এক পর্বতের দেখা পাবেন। এখানেই লাস টেরেসিতাস ভিউ পয়েন্টের অবস্থান। অপর দিকে সান আন্দ্রেস গ্রাম ও পাহাড়ের গায়ে বর্ণিল সব বাড়ি-ঘর দেখতে পাবেন।

দ্বীপের সবচেয়ে বড় শহর সান্তা ক্রুজ দে টেনেরিফ থেকে কয়েক ঘণ্টায় পৌঁছে যেতে পারবেন সৈকতটিতে। সান্তা ক্রুজ দে টেনেরিফের জন্য কিছুটা সময় হাতে রাখতেই হবে। সেখানকার জাদুঘর, শপিং মল আর দৃষ্টিনন্দন সব দালানকোঠা মুগ্ধ করবে আপনাকে। স্বল্প জনবসতির গ্রাম টাগানানা ও বেনিজো সৈকতেও ঘুরে আসতে পারেন। আর প্লায়া দে লাস টেরেসিতাসে যখন পৌঁছাবেন সোনালি বালু, সাগরের সবুজাভ নীল জল, পামগাছ মিলিয়ে যে রীতিমতো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাবেন সন্দেহ নেই।